আমার দেশ

বুধবার ● ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮
১৭ পৌষ ১৪১৫ ● ২ মহররম ১৪৩০

উত্তরাঞ্চলের বৃহত্তর উন্নয়নের স্বার্থে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ দরকার

দৈনিক আমার দেশ
৩১/১২/০৮

ড. এম আজিজুর রহমান

নানা দিক থেকে উত্তর বাংলা বাংলাদেশের চার ভাগের এক ভাগের প্রতিনিধিত্বকারী। জনসংখ্যা, পরিবারের সংখ্যা, মহিলা ও পুরুষের সংখ্যা, ভৌগোলিক আয়তন, প্রশাসনিক জেলা ও উপজেলার সংখ্যা ইত্যাদি দিক থেকে বিচার করলেই এ চিত্র ধরা পড়ে। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের নাগরিক সুবিধা, যেমন যোগাযোগ ব্যবস্থা, গ্যাস ও বিদ্যুতের সুবিধা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা, কৃষি, শিল্প ও সেবামূলক কর্মকাণ্ড এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক কোনো দিক দিয়েই উত্তর বাংলা বাংলাদেশের চার ভাগের একভাগ প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়নি। বিভিন্ন সময়ে উত্তর বাংলার উন্নয়নের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হলেও তা আলোর মুখ দেখেনি। যেমন পাবনার রূপপুরের আনবিক প্রকল্পের স্বপ্ন আজো বাস্তবায়িত হয়নি। বগুড়া ও দিনাজপুরের সম্ভাবনাময় কয়লা খনির কাজ এখনো শুরু হয়নি। নেপালের সঙ্গে চুক্তি-ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে বাংলাদেশে আমদানির সম্ভাবনাও স্থগিত রয়েছে। নেপাল-উত্তর বাংলা-মংলা এবং মংলা-উত্তর বাংলা-নেপাল আন্তর্জাতিক মহাসড়ক নির্মাণ এবং বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সামুদ্রিক বন্দর হিসেবে মংলা বন্দরের উন্নয়নের স্বপ্ন এখনো স্বপ্নেই থেকে যাচ্ছে।

উত্তর বাংলা বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া জনপদের মধ্যে অন্যতম। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, উত্তর বাংলা আঞ্চলিক বৈষম্যের শিকার। কেন এ বৈষম্য কমছে না বা এ অঞ্চলের উন্নতি করা যাচ্ছে না, তার কারণ খুঁজতে গেলে বহু কারণ বেরিয়ে আসে। গ্যাস ও বিদ্যুতের অভাব এবং যোগাযোগের অপ্রতুলতার কারণে উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়ন নেই বললেই চলে। ছোটখাটো শিল্প-কারখানা যেমন রাজশাহীর রেশম শিল্প, পাবনার তাঁত শিল্প এবং বগুড়ার কৃষি সরঞ্জামাদিসহ অন্যান্য শিল্প কারখানা যা আছে সেগুলো পুঁজির অভাবে মুখথুবড়ে পড়ার মতো অবস্থা। এ কারণে কর্মসংস্থানের অভাবও প্রকট। এ অঞ্চলে শিক্ষার হার ও মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ খুবই কম। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও জনশক্তি রফতানি হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস। অথচ উত্তরাঞ্চলে এ খাতগুলোর কোনো বালাই নেই বললেই চলে। কৃষি প্রধান উত্তরাঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন, নদী ভাঙন ও বন্যার কারণে প্রতি বছরই এক থেকে দু'বার ফসলহানি হয়ে থাকে। দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকরা আর্থিক ক্ষমতার অপ্রতুলতার কারণে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারে না। সমগ্র উত্তরাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মোটেই পর্যাপ্ত নয়। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির অভাবে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে বড় হতে থাকে। এ সব কিছুই উত্তরাঞ্চলের সাধারণ মানুষের আয় উন্নতি ও প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। এ প্রতিবন্ধকতার নির্মম কারাগার থেকে উত্তরাঞ্চলকে মুক্ত করতে হলে দরকার সামাজিক ও জাতীয়ভাবে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আমরা জানি, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে যুক্তিসঙ্গত আইন প্রণয়নের পদক্ষেপ শুরু হয় জাতীয় সংসদ থেকে। এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে আপনারা ভূমিকা পালন করবেন—এটা আমাদের প্রত্যাশা। এ ব্যাপারে নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল কর্তৃক উত্তর বাংলার জনসাধারণের করুণ কাহিনী ও পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরে বেশকিছু প্রতিবেদন তৈরি করে। এর অনেকগুলোই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন : চাই সবার সহযোগিতা, নয়া দিগন্ত, ২১-৭-২০০৫; বগুড়াভিত্তিক উত্তর বাংলার উন্নয়ন : ইত্তেফাক ১৬-০১-২০০৮ এবং সংগ্রাম ৫-০১-২০০৮; উত্তর বাংলার উন্নয়ন, আমার দেশ, ২১-৩-২০০৮; উত্তর বাংলার উন্নয়ন : একটি সেমিনার, যায় যায় দিন, ২৮-৮-২০০৮; ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেট ও উত্তরাঞ্চলের উন্নয়ন শীর্ষক আলোচনা সভা, ইনকিলাব ৩০-৬-২০০৮; মঙ্গা নিরসনে করণীয়, যায় যায় দিন, ২৮-৮-২০০৮; বৈষম্যপীড়িত উত্তরাঞ্চলের শিল্পায়ন ও শিক্ষা বিস্তার, সমকাল, ২৮-৯-২০০৮; বৃহত্তর বগুড়ার উপজেলাওয়ারী শিক্ষার তারতম্য বিষয়ক পর্যালোচনা (প্রকাশিতব্য), সূত্র : নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল অফিস, ঢাকা; উত্তরাঞ্চলের জেলাওয়ারী শিক্ষার তারতম্য বিষয়ক পর্যালোচনা (প্রকাশিতব্য), সূত্র : নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল অফিস, ঢাকা।

আমরা আশা করি, এ প্রতিবেদনগুলো উত্তর বাংলার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে জাতীয় সংসদের নির্বাচিত।

উত্তরাঞ্চল থেকে এবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অনেক সুযোগ্য প্রার্থী জিতে এসেছেন এবং সমগ্র উত্তরাঞ্চলের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে তারা আবির্ভূত হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই ভাগ্যবিড়ম্বিত উত্তরাঞ্চলের জনগণ অপেক্ষায় তাকিয়ে আছে এ অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তারা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তারা উত্তরাঞ্চলসহ সমগ্র বাংলাদেশের আঞ্চলিক বৈষম্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রাখবেন—এটা এ অঞ্চলের মানুষের দৃঢ় প্রত্যাশা। তাদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে উত্তরাঞ্চলসহ দেশজুড়ে বসবাসকারী নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ ও কর্মীরা সবসময় স্বাগত জানাবে এবং যে কোনো ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় সহযোগিতা করবে।

নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের আন্তরিক চেষ্টা ও উদ্যোগের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলসহ বাংলাদেশের বৈষম্যপীড়িত জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হোক, এই আশায় অপেক্ষায় চোখ মেলে আছে উত্তরাঞ্চলের জনগণ।

লেখক : চেয়ারম্যান, নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল এবং ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি